বর্তমানের কোভিড ১৯ প্রেক্ষাপটে

জাতীয় ভিটামিন এ ক্যাম্পেইন পরিচালনার সহায়িকা

ম্যানেজারদের জন্য নির্দেশনা

জাতীয় পুষ্টিসেবা
জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

National Nutrition Services

unicef for every child

১. ভূমিকা:

বাংলাদেশে পাঁচ বছরের নিচের শিশুদের ভিটামিন 'এ' এর অভাবজনিত সমস্যা প্রতিরোধে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত জাতীয় পুষ্টিসেবা/জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান বছরে ২ বার জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন উদযাপন করে থাকে। শিশুর সুস্বাস্থ্য রক্ষায় জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন একটি স্বল্প ব্যয়ে সফল কার্যক্রম। জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইনের উদ্দেশ্য হলো; ৬ থেকে ৫৯ মাস বয়সী শিশুদের মধ্যে ভিটামিন 'এ'-এর অভাবজনিত রাতকানা রোগের প্রাদূর্ভাব এক শতাংশের নীচে কমিয়ে আনা ও তা অব্যাহত রাখা এবং ৬ থেকে ৫৯ মাস বয়সী শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অপুষ্টিজনিত মৃত্যু প্রতিরোধ করা। The Global Alliance for Vitamin A (GAVA) এর বর্তমানের কোভিড-১৯ প্রেক্ষাপটে ভিটামিন-এ স্যাপ্লিমেশন বাস্তবায়নে গাইডলাইনের তথ্য অনুযায়ী যে সকল দেশে ভিটামিন 'এ' এর অভাবজনিত সমস্যা প্রকট এবং পাশাপাশি কোভিট-১৯ সংক্রমণ রয়েছে, সে সকল দেশে সকল শিশু বয়স ৬ থেকে ৫৯ মাস এবং যে সকল শিশুর কোভিড-১৯ -এ সনাক্ত হয়েছে অথবা উপসর্গ দ্বারা সন্দেহভাজন, সকলের জন্য ভিটামিন এ স্যাপ্লিমেশন কর্মসূচি একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কর্মসূচি যা চলমান রাখা অত্যন্ত জরুরী। কিন্তু বর্তমানের কোভিড-১৯ সংক্রমণের ব্যাপ্তির কথা বিবেচনা করে এবং বিভিন্ন এলাকায় বসবাসকারী জনসাধারন এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে কোভিড-১৯ দ্বারা সংক্রমিত হওয়ার ঝুঁকি থাকায়, সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ বিবেচনায় রেখে এই ভিটামিন 'এ' ক্যাম্পেইন পরিচালনার কৌশল এবং বাস্তবায়নের গাইডলাইনে যথাযথ পরিবর্তন অত্যন্ত জরুরী।

বাংলাদেশে National Micronutrient Survey ২০১১-১২ অনুযায়ী ৬ থেকে ৫৯ মাস বয়সী ২০ শতাংশ শিশুদের মধ্যে ভিটামিন 'এ' এর অভাবজনিত সমস্যা রয়েছে। এই কারনে বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত জাতীয় পুষ্টিসেবা/জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান সকলের সাথে সমন্বয় করে বর্তমানের কোভিড-১৯ প্রেক্ষাপটে জাতীয় ভিটামিন ক্যাম্পেইন পরিচালনা পরিকল্পনা করেছে। এই " বর্তমানের কোভিড- ১৯ প্রেক্ষাপটে জাতীয় ভিটামিন এ ক্যাম্পেইন পরিচালনার সহায়িকা" বিভিন্ন স্তরের ম্যানেজার এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান করবে।

কোভিড-১৯ -এ প্রেক্ষাপটে প্রাক-বিদ্যালয় বয়সী শিশুদের জন্য ভিটামিন-এ স্যাপ্লিমেন্টেশন কর্মসূচি : The Global Alliance for Vitamin A (GAVA) এর ঐক্য মতে সুপারিশসমূহ:

১. স্থানীয় বিষয়গুলোকে বিবেচনা করে এবং কোভিড-১৯ সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের যথাযথ সর্তকতা অবলম্বন করে রুটিন স্বাস্থ্য ও পুষ্টি পরিষেবার মাধ্যমে ভিটামিন-এ স্যাপ্লিমেন্টেশন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা উচিত

২. রোগবিস্তার সংক্রান্ত প্রমানাদি পর্যালোচনা করে, ভিটামিন-এ স্যাপ্লিমেন্টেশন বিতরণ বাস্তবায়ন বা স্থগিতকরণের ফলে জনস্বাস্থ্যের স্বল্প এবং মধ্যমেয়াদী পরিণতিগুলি এবং এর কারনে কোভিড-১৯ সংক্রমণ বৃদ্ধির সম্ভাব্যতা যাচাই করে ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে ভিটামিন-এ স্যাপ্লিমেন্টেশন বিতরনের ঝুঁকি-উপকার বিশ্লেষণ করা উচিত

৩. নিকটতম সময় এবং সুযোগে দেশগুলোর ভিটামিন-এ স্যাপ্লিমেন্টেশন বিতরণ পুনর্বহাল এবং তীব্রকরনের জন্য এখনই পরিকল্পনা শুরু করা উচিত, ভিটামিন-এ স্যাপ্লিমেন্টেশনের ক্যাম্পেইন এবং /বা রুটিন বিতরণ শর্ত পরোয়ানা এবং জাতীয় কর্তৃপক্ষে বিবেচনায় এগিয়ে যেতে পারে

২. কোভিট-১৯ প্রেক্ষাপটে জাতীয় ভিটামিন এ ক্যাম্পেইন পরিচালনার জন্য প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থাপনা:

কোভিট-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনা করে "জাতীয় ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন" এর পরিবর্তে "জাতীয় ভিটামিন-এ ক্যাম্পেইন" পরিচালনা করা হবে

২.১. উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা

২.১.১. জাতীয় পর্যায়ে (প্রোগ্রাম ম্যানেজারের দায়িত্ব)

- কোভিট-১৯-এর পরিস্থিতিতে ভিটামিন-এ ক্যাম্পেইন কার্যক্রম শিশুর প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা প্যাকেজের অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে এই বিষয়টি নিশ্চিত করা
- কোভিট-১৯-এর প্রেক্ষাপটে পরিস্থিতিতে ভিটামিন-এ বিতরনের পদ্ধতিতে পরিবর্তন এবং সামঞ্জস্য আনা, ভিটামিন-এ ক্যাম্পেইন কার্যক্রমের সাথে জড়িত ১ম সারির স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য ভিটামিন-এ সাপ্লিমেন্টেশন কার্যক্রম বাস্তবায়নে গাইডলাইন আপডেট করা
- কোভিট-১৯ মহামারি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য অতিরিক্ত যোগাযোগ, প্রশিক্ষণ, বিতরণ, সরবরাহের জন্য বাজেট এবং/অথবা ভিটামিন-এ ক্যাম্পেইনে সেবা প্রদানের জন্য অতিরিক্ত দিন বরাদ্দ করা

২.২. ১ম সারির স্বাস্থ্যকর্মীর জাতীয় ভিটামিন-এ ক্যাম্পেইন পরিচালনার জন্য তৈরি করা:

২.২.১. জাতীয় পর্যায়ে প্রোগ্রাম ম্যানেজারের দায়িত্ব

- কোভিট-১৯ পরিস্থিতিতে ভিটামিন-এ ক্যাম্পেইন কার্যক্রম বাস্তবায়নের পরিবর্তিত গাইডলাইন অনুযায়ী ১ম সারির স্বাস্থ্যকর্মীর কাজের রদবদলের সিদ্ধান্ত নেয়া
- কেন্দ্রে ভিটামিন-এ বিতরনের সাথে সম্পৃক্ত ১ম সারির স্বাস্থ্যকর্মী কোভিট-১৯ সংক্রমনের ঝুঁকি নির্ধারণ করা, বিশেষভাবে বয়স্ক স্বাস্থ্যকর্মী বা স্বাস্থ্যঝুঁকি আছে, যেমন: উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস ইত্যাদি, এমন স্বাস্থ্যকর্মীকে পুনরায় অতিরিক্ত কোভিট-১৯ সংক্রমনের ঝুঁকি থেকে বিরত রাখা।
- পরিবর্তিত গাইডলাইন অনুযায়ী ভিটামিন-এ ক্যাম্পেইন কার্যক্রম পরিচালনায় ১ম সারির স্বাস্থ্যকর্মীর বিদ্যমান কাজের পাশাপাশি নতুন দায়িত্ব এবং কাজগুলোর জন্য দ্রুততার সাথে দূরবর্তী অনলাইন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা
- যেখানে সম্ভব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রশিক্ষণের পদ্ধতি পরিবর্তন করে স্বাস্থ্যকর্মীর প্রশিক্ষণের digital solutions ব্যবহার করা

২.২.২. বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ম্যানেজারের দায়িত্ব

- কেন্দ্রে ভিটামিন-এ বিতরনের সাথে সম্পৃক্ত ১ম সারির স্বাস্থ্যকর্মী কোভিট-১৯ সংক্রমনের ঝুঁকি নির্ধারণ করা, বিশেষভাবে বয়স্ক স্বাস্থ্যকর্মী বা স্বাস্থ্যঝুঁকি আছে, যেমন: উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস ইত্যাদি, এমন স্বাস্থ্যকর্মীকে পুনরায় অতিরিক্ত কোভিট-১৯ সংক্রমনের ঝুঁকি থেকে বিরত রাখা।
- স্থানীয় বিষয় বিবেচনা করে ক্যাম্পেইনে ভিটামিন-এ বিতরনের মডেল ঠিক করা: সুপারিশ হলো
    - স্বাস্থ্যকর্মী 'স্পর্শ না করার' নীতি মেনে শিশুকে ভিটামিন-এ খাওয়াবেন
    - যদি কোন মা/পরিচর্যাকারী স্বাস্থ্যকর্মীর দ্বারা শিশুকে ভিটামিন-এ খাওয়াতে না চান তবে মা/পরিচর্যাকারী স্বাস্থ্যকর্মীর নির্দেশমত শিশুকে ভিটামিন-এ খাওয়াতে পারবেন
- কেন্দ্রে ভিটামিন-এ বিতরনের সাথে সম্পৃক্ত ১ম সারির স্বাস্থ্যকর্মীকে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করা, যা কোভিট-১৯ মহামারীতে ভিটামিন-এ ক্যাম্পেইন পরিচালনার সময় কিভাবে সংক্রামণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রনের ব্যবস্থাপনা করবেন এবং কিভাবে যথাযথভাবে ব্যক্তিগত সুরক্ষার সরঞ্জামসমূহ ব্যবহার করবেন সে সব বিষয় প্রশিক্ষণে অর্ন্তভূক্ত থাকবে

- নিরাপদ ও কার্যকরভাবে ভিটামিন-এ বিতরন নিশ্চিত করার জন্য দূরবর্তী অনলাইন প্রশিক্ষণ/ e-learning platforms ব্যবহার করে খুব সহজভাবে কমিউনিটি স্বাস্থ্যকর্মী এবং স্বাস্থ্যসেবকদের নির্দেশনা প্রদান করা
- সামাজিক নেটওয়ার্ক প্লাটফর্মগুলো ব্যবহার করে, স্বাস্থ্যকর্মীকে তথ্য শেয়ার করা, নির্দেশিকা সন্ধান করায় এবং প্রোগ্রাম ম্যানেজারকে নীতি প্রচার ও গুরুত্বপূর্ণ আপডেট শেয়ারে উদ্বুদ্ধ করা
- স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সকল স্বাস্থ্যকর্মীকে যথাযথ ব্যক্তিগত সুরক্ষার সরঞ্জামসমূহ (PPE) দিতে হবে।

কোভিট-১৯ সময়কালে যথাযথভাবে ভিটামিন-এ ক্যাম্পেইন পরিচালনার জন্য যেসব ব্যক্তিগত সুরক্ষার সরঞ্জামসমূহ (PPE) উপকরনের প্রয়োজন

হাতের সুরক্ষার সংক্রান্ত উপকরন:

- অস্থায়ী নিয়মিত টিকা দান কেন্দ্রে (EPI Out Reach Center) এবং স্থায়ী নিয়মিত টিকা দান কেন্দ্রে (Fixed EPI center) বিতরণের জন্য সাবান ও পানি অথবা অ্যালকোহলযুক্ত হ্যান্ড স্যানিটাইজারের ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- বাড়ি পরিদর্শনকালে, স্বাস্থ্যকর্মীদের অ্যালকোহলযুক্ত হ্যান্ড স্যানিটাইজারের ব্যবস্থা রাখতে হবে। GAVA পরামর্শ মতে, যদি অ্যালকোহলযুক্ত হ্যান্ড স্যানিটাইজারের ব্যবস্থা করা না যায় সেক্ষেত্রে স্থায়ী নিয়মিত টিকা দান কেন্দ্র যেখানে সাবান ও পানি দিয়ে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা আছে অথবা অ্যালকোহলযুক্ত হ্যান্ড স্যানিটাইজারের ব্যবস্থা আছে, সেখানে ভিটামিন-এ ক্যাম্পেইন পরিচালনা করতে হবে।

স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য মেডিকেল মাস্ক:

- ভিটামিন-এ স্যপ্লিমেন্টেশনের পরিচালনার সময়ে প্রতিজন স্বাস্থ্যকর্মীরকে পরিধানের জন্য মাস্ক দিতে হবে।
- মেডিকেল মাস্কের বিকল্প হিসেবে কাপড়ের তৈরী মাস্কের ব্যবহার স্বাস্থ্যকর্মীর স্বাস্থ্যসুরক্ষার অংশ হিসেবে বিবেচ্য হবেনা।
- মেডিকেল মাস্কের অপ্রাপ্যতায়, GAVA পরামর্শ মতে, স্বাস্থ্যকর্মীর সামনে মা বা শিশু পরিচর্যাকারী শিশুকে ভিটামিন-এ খাওয়াবেন।

২.৩. পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিতকরণ:

২.৩.১ জাতীয় পর্যায়ে প্রোগ্রাম ম্যানেজারের দায়িত্ব

- **ভিটামিন 'এ' ক্যাপসূলের চাহিদা নিরুপন এবং সরবরাহ:** কোভিট-১৯ পরিস্থিতিতে বিবেচনা করে সঠিকভাবে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসূলের চাহিদা নিরুপন এবং সরবরাহ অত্যন্ত জরুরী। সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় পুষ্টিসেবা/জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান সিভিল সার্জন অফিস কর্তৃক প্রেরিত চাহিদাপত্রের চেয়ে ১০ শতাংশ ভিটামিন 'এ' ক্যাপসূল সরবরাহ বেশি নিশ্চিত করবে যেন কোনভাবেই কেন্দ্রে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসূলের সংকট দেখো না যায়।
- সিভিল সার্জন অফিস এই চাহিদাপত্র তৈরীর জন্য প্রতিটি উপজেলা / পৌরসভা হতে যথাযথভাবে তথ্য সংগ্রহ করবেন এবং নিশ্চিত করবেন যেন কোন অবস্থাতেই কেন্দ্রে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসূলের সংকট দেখো না যায়।
- ক্যাম্পেইন পরিচালনার সময়কালে, ভিটামিন-এ ক্যাপসূলের সাথে ব্যক্তিগত সুরক্ষার সামগ্রীসমূহ (PPE) এবং সংক্রামণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রনের (infection protection and control: IPC) ব্যবস্থপনা সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য অন্যান্য সুরক্ষা সামগ্রীসমূহ অর্ডার ও বিতরণের জন্য সমন্বয় করতে হবে।
- কমিউনিটি স্বাস্থ্যকর্মীকে স্বাস্থ্য সুরক্ষার সামগ্রী (hygiene kits) বিতরন বিবেচনায় আনতে হবে। স্বাস্থ্য সুরক্ষার সামগ্রী (hygiene kits)-তে, অ্যালকোহলযুক্ত হ্যান্ড স্যানিটাইজার এবং নিজের কোভিট-১৯ স্ক্রিনের জন্য থার্মোমিটার, ক্যাম্পেইন পরিচালনার জন্য অন্যান্য সংক্রামণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রনের জন্য সামগ্রী সরবরাহ করতে হবে। প্রতিটি অস্থায়ী এবং স্থায়ী নিয়মিত টিকা দান কেন্দ্রে একটি করে থার্মোমিটার দেয়া যেতে পারে।

- স্বাস্থ্যকর্মী এবং স্বাস্থ্যসেবকদেরকে কোভিট-১৯ এর প্রেক্ষাপটে সংক্রামণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রনের এবং কিভাবে নিরাপদভাবে শিশুদেরকে ভিটামিন-এ ক্যাপসূল খাওয়ানো যাবে এ বিষয়ে ইলেকট্রনিক অথবা প্রিন্টেট নির্দেশনা দিতে হবে।

২.৪. ভিটামিন-এ ক্যাম্পেইন পরিচালনার জন্য কেন্দ্র স্থাপন:

২.৪.১. বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ম্যানেজারের দায়িত্ব

২.৪.১.১ কেন্দ্র পরিচালনার সময়সূচি:

- সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত অবশ্যই খোলা রাখতে হবে।
- ১৬ দিন ব্যাপি ভিটামিন-এ ক্যাম্পেইন পরিচালনা করতে হবে

২.৪.১.২.অস্থায়ী নিয়মিত টিকাদান কেন্দ্র (EPI Out Reach Center)ঃ সর্বমোট কেন্দ্র সংখ্যা: ----------

- গ্রাম এলাকায় প্রতি ওয়ার্ডের ৮টি ব্লকে অস্থায়ী নিয়মিত টিকাদান কেন্দ্রে ভিটামিন 'এ' বিতরনের জন্য ক্যাম্পেইন কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হবে ।
- অর্থাৎ ভিটামিন-এ ক্যাম্পেইন কার্যক্রমের আওতায় প্রতিটি ব্লকে অস্থায়ী নিয়মিত টিকাদান কেন্দ্রের মাধ্যমে একবার ৬ মাস থেকে ৫৯ মাস বয়সী শিশুদেরকে ভিটামিন 'এ' খাওয়াতে হবে।
- প্রতি ওয়ার্ডের ৮টি অস্থায়ী নিয়মিত টিকাদান কেন্দ্রে পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতি সপ্তাহে একবার ইপিআই টিকাদান কর্মসূচির পাশাপাশি ৬ মাস থেকে ৫৯ মাস বয়সী শিশুদেরকে ভিটামিন 'এ' খাওয়াতে হবে। এভাবে ১৬ দিন ব্যাপি অর্থাৎ দু' দিন অস্থায়ী নিয়মিত টিকাদান কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রতি ওয়ার্ডে ভিটামিন 'এ' কার্যক্রম পরিচালিত হবে
- সিটি কর্পোরেশন ও পৌর এলাকায় প্রয়োজন অনুযায়ী কেন্দ্র স্থাপন করে এই ক্যাম্পেইন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

২.৪.১.৩. স্থায়ী নিয়মিত টিকাদান কেন্দ্র (উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, কমিউনিটি ক্লিনিক, থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্র, পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র, ইত্যাদি)ঃ সর্বমোট কেন্দ্র সংখ্যা: ----------

- ১৬ দিন ব্যাপি ভিটামিন-এ ক্যাম্পেইন পরিচালনা করতে হবে

বি:দ্র: কোভিট-১৯ প্রেক্ষাপটে স্থায়ী ও অস্থায়ী নিয়মিত টিকাদান কেন্দ্র ছাড়া পূর্বের মত অতিরিক্ত কোন কেন্দ্র স্থাপন করা হবে না।

২.৫. অস্থায়ী কেন্দ্র (EPI Out Reach Center)- এর জন্য স্বেচ্ছাসেবক নির্বাচন ঃ

২.৫.১ বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ম্যানেজারের দায়িত্ব

প্রতিটি কেন্দ্রে স্বাস্থ্যকর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের সমন্বয়ে দুই সদস্যবিশিষ্ট দল ক্যাম্পেইন পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন। তত্ত্বাবধায়ক ও স্বাস্থ্যকর্মী মিলিতভাবে স্বেচ্ছাসেবকদের নাম লিপিবদ্ধ করবেন। স্বেচ্ছাসেবক মনোনয়ন ক্যাম্পেইনের কমপক্ষে ২০ (বিশ) দিন পূর্বে শুরু করতে হবে এবং অবশ্যই স্বাস্থ্যকর্মী ও সুপারভাইজারদের জন্য ওরিয়েন্টেশন ও মাইক্রোপ্লানিং সভার পূর্বে শেষ হতে হবে। স্বেচ্ছাসেবক মনোনয়নের জন্য পূর্বের নির্দিষ্ট ফর্ম ব্যবহার করবেন। স্কুল শিক্ষক, এনজিওকর্মী নিজ নিজ এলাকায় স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে ক্যাম্পেইন পরিচালনার দায়িত্বে থাকতে পারেন।

২.৬. স্বেচ্ছাসেবক প্রশিক্ষণ ঃ

- জাতীয় ভিটামিন 'এ' ক্যাম্পেইনের পূর্ববর্তী ৭ দিনের মধ্যে প্রতি ওয়ার্ডে ১ টি করে ব্যাচের মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবকদেরকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। স্কুল/মাদ্রাসা শিক্ষক, এনজিওকমী ও অন্যান্য নিজ নিজ এলাকায় স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে ক্যাম্পেইন পরিচালনার দায়িত্বে থাকতে পারবেন।
- কোভিট-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনা করে শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে স্বেচ্ছাসেবকদেরকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। সেক্ষেত্রে প্রতি ১০ জন অংশগ্রহনকারী নিয়ে একটি ব্যাচ হতে পারে।

- সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের ১ম সারির তদারককারী অথবা প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি এই প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন।
- প্রশিক্ষণের সময় প্রশিক্ষক স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য ক্যাম্পেইন ব্যবস্থাপনা সহায়িকা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ দিবেন। বিশেষ গুরুত্ব সহকারে কোভিট১৯ সংক্রামণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রনের বিশেষ গাইডলাইনের উপর প্রশিক্ষণ দিবেন। প্রশিক্ষণের সময় নিম্নের বিষয়ের উপর গুরুত দিবেন:
    - নিয়মিতভাবে স্বাস্থ্যকর্মী এবং নির্বাচিত স্বেচ্ছাসেবকদের কোভিট১৯ স্ক্রিনিং করা
    - নিয়মিতভাবে হাতের সুরক্ষা ও ব্যবহৃত সরঞ্জামের পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা
    - কেন্দ্রে শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার নির্দেশনা
    - শ্বাস প্রশ্বাসের স্বাস্থ্যবিধি অনুশীলন করার নির্দেশনা
    - স্বাস্থ্যকর্মী/ এবং নির্বাচিত স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য PPE/ পিপিই ব্যবহারের গুরুত্ব ও নিয়মাবলী
    - কেন্দ্রে আগত পরিচর্যাকারী ও শিশুর কোভিট১৯ স্ক্রিনিং
    - "কোভিড ১৯ প্রেক্ষাপটে কেন্দ্রে সংক্রামণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রনের গাইডলাইন" অনুসরণ করে কেন্দ্রে আগত ৬ থেকে ৫৯ মাস বয়সী সকল শিশুকে ভিটামিন-এ খাওয়ানোর সময় কেন্দ্রে সংক্রামণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রনে স্বাস্থ্যকর্মী এবং সাহায্যকারী স্বেচ্ছাসেবকের জন্য সুপারিশকৃত ধাপ সমূহ আলোচনা করা।
- প্রশিক্ষক হাতে কলমে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল ব্যবহার দেখাবেন (কাঁচি দিয়ে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল কাঁটা ও ভিতরের তরল অংশ খাওয়ানোর নিয়ম)
- প্রশিক্ষক মাঠকর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকদেরকে শিশুর বয়স নির্ধারণ, প্রতিবন্ধী শিশু চিহ্নিতকরন, টালি সীট পূরণ ইত্যাদি আলোচনা করবেন প্রশিক্ষক টালি সীট ব্যবহার অনুশীলন করাবেন

২.৭. তদারকি ও নিরীক্ষণ (Supervision and Monitoring):

২.৭.১. জাতীয় পর্যায়ে প্রোগ্রাম ম্যানেজারের দায়িত্ব

- কাগজে কলমে ডাটা সংগ্রহের জন্য অনেক ক্ষেত্রেই সুপারভাইজার এবং কেন্দ্রে উপস্থিত স্বাস্থ্যকর্মীর পাশাপাশি বসতে হতে পারে। সেক্ষেত্রে নিরাপদ শারীরিক দূরত্ব বজায় বসতে হবে। উদ্ভাবনী পন্থা অবলম্বন করে ডাটা সংগ্রহের ব্যবস্থা করা অন্যতম ব্যবস্থা যেমন: মোবাইল মনিটরিং অ্যাপস অথবা অন্য কোন মাধ্যমে, যেন ডাটা সংগ্রহের জন্য কাউকে স্বশরীরে উপস্থিত হতে না হয়। এই উদ্ভাবনী পন্থার জন্য বাজেটের প্রয়োজন হতে পারে যেমন: স্বাস্থ্যকর্মীর মোবাইল ডাটার খরচ যার সাহায্যে ডাটা প্রেরন করতে পারে
- অতিরিক্ত কিছু প্রচেষ্টা থাকা জরুরী যেন কোভিট-১৯ এর এই সময়কালে, ভিটামিন-এ ক্যাপসুল বিতরণ বা কভারেজ কমে না যায়

Please add real time monitoring system

২.৭.২. জেলা/উপজেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা দলের জন্য

- কমিউনিটিতে স্বাস্থ্যকর্মীদের যাতায়াত সীমিত করার জন্যে বিকল্প ব্যবস্থা সৃষ্টি করতে সহযোগিতাপূর্ণ তদারকি করতে হবে। ফোনের মাধ্যমে তদারকি করতে হবে এবং যেখানে প্রয়োজন সেখানে অবশ্যই মাঠ পরিদর্শনে যেতে হবে।
- ফোন ও ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে তদারকি ও ডাটা সংগ্রহের জন্য অতিরিক্ত বাজেটের প্রয়োজন হতে পারে। এই অতিরিক্ত বাজেটের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

২.৮.২. কেন্দ্রে তদারকি এবং নিরীক্ষণের জন্য সুপারিশসমূহ

- প্রতি ওয়ার্ডের (গ্রামাঞ্চল/শহরাঞ্চল) জন্যে কমপক্ষে একজন তত্ত্বাবধায়ক/ সুপারভাইজারকে দায়িত্ব নিতে হবে। দূর্গম এলাকার জন্য অবশ্যই একের অধিক তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করতে হবে। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা/পৌরকর্মকর্তা একটি লিখিত তত্ত্বাবধান/সুপারভিশনের পরিকল্পনা প্রস্তুত করবেন।

- সকল এএইচআই, এইচআই, এফপিআই, এফডব্লিউভি, এমএ এবং এসআই **প্রথম সারির তত্ত্বাবধায়ক** হিসেবে কাজ করবেন।
- জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা/পৌর স্বাস্থ্য কর্মকর্তা **দ্বিতীয় সারির তত্ত্বাবধায়ক** হিসেবে কাজ করবেন। উপজেলা স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পণা কর্মকর্তা/পৌর স্বাস্থ্য কর্মকর্তা কাম্পাইনের আগেই তত্ত্বাবধায়ক প্লান প্রস্তুত করবেন। তত্ত্বাবধান প্লানে থাকবে কোন তত্ত্বাবধায়ক কবে, কখন, কোন সাব-ব্লকে/ওয়ার্ডে (শহরাঞ্চলে) যাবেন অথবা Real Time Monitoring পদ্ধতি অর্থাৎ digital platform/ ONA ব্যবহার করে কেন্দ্রে তত্ত্বাবধায়ন করবেন
- প্রতিবারের মত কোভিড-১৯ প্রেক্ষাপটেও কেন্দ্র সুপারভিশনের জন্য Real Time Monitoring পদ্ধতি অর্থাৎ digital platform/ ONA তত্ত্বাবধান/সুপারভিশনের জন্য ব্যবহার করা হবে। তবে তদারকি/ নিরীক্ষণ বেশিভাগ ক্ষেত্রে ডিজিটাল প্লাটফর্ম ব্যবহার করে করতে হবে।
- উদাহরণ স্বরুপ, তত্ত্বাবধায়ক/ সুপারভাইজার ফোনের মাধ্যমে কেন্দ্রের অগ্রগতি জানবেন এবং What's App/ Viber বা অন্যকোন ডিজিটাল প্লাটফর্মে মাধ্যমে সেই মূহূর্তে টালিশীট দেখে নেবেন এবং পরামর্শ প্রদান করবেন। যেখানে প্রয়োজন সেখানে অবশ্যই শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে কেন্দ্র পরিদর্শন করতে হবে।

- **কোভিড-১৯ প্রেক্ষাপটে তত্ত্বাবধান কাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী:**
  - (ক) তত্ত্বাবধায়ক/সুপারভাইজারগণ কেন্দ্রে ভিটামিন-এ ক্যাপসূল বিতরনের দিন স্বাস্থ্যকর্ম ও স্বেচ্ছাসেবীদের সহায়তা করতে প্রতিটি কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ করবেন প্রয়োজনে পরিদর্শন করবেন। যেহেতু একদিনে একটি ব্লকে ভিটামিন-এ ক্যাপসূল বিতরন করা হবে সুতরাং সেই কেন্দ্রের কাভারেজের উপর বেশি গুরুত্ব দিবেন
  - (খ) তত্ত্বাবধায়ক/সুপারভাইজার কেন্দ্রে নিজের বিষয়গুলো নিশ্চিত করবেন
    - তত্ত্বাবধায়ক/সুপারভাইজার নিশ্চিত করবেন যে কেন্দ্র সঠিক সময়ে খোলা হয়েছে
    - কেন্দ্রে আসার আগে স্বাস্থ্যকর্মী এবং নির্বাচিত স্বেচ্ছাসেবকের কোভিট১৯ স্ক্রিনিং করা হয়েছে
    - নিয়মিতভাবে হাতের সুরক্ষা ও ব্যবহৃত সরঞ্জামের পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা হচ্ছে
    - কেন্দ্রে আগত পরিচর্যাকারী ও শিশুর কোভিট১৯ স্ক্রিনিং নিয়মিত করা হচ্ছে
    - ক্যাম্পেইন কেন্দ্রে একমূখী যাতায়াত ব্যবস্থা রয়েছে এবং কেন্দ্রে শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে শিশুকে ভিটামিন-এ ক্যাপসূল বিতরন করা হচ্ছে
    - সকল মা, শিশু পরিচর্যাকারী, শিশুকে শ্বাস-প্রশ্বাসের স্বাস্থ্যবিধি অনুশীলন করা নির্দেশনা দেয়া হচ্ছে এবং মেনে চলছে
    - নিশ্চিত করবেন যে স্বাস্থ্যকর্মী এবং নির্বাচিত স্বেচ্ছাসেবক ব্যক্তিগত সুরক্ষার সামগ্রীসমূহ (PPE) এবং সংক্রামণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রনের (infection protection and control: IPC) ব্যবস্থপনা গুরুত্বসহকারে মেনে চলছেন
  - (গ) নিশ্চিত করবেন যে, সকল শিশু (বিশেষ করে দূর্গম এলাকার) ভিটামিন-এ ক্যাপসূল খাওয়ার জন্য কেন্দ্রে এসেছে।
  - (ঘ) কেন্দ্রে ভিটামিন-এ ক্যাপসূল সরবরাহ সঠিক আছে
  - (ঙ) তত্ত্বাবধায়কগণ কেন্দ্র পরিদর্শনের সময় অথবা ফোনে তত্ত্বাবধায়ন করার সময় তত্ত্বাবধায়ক চেকলিষ্ট পূরণ করবেন এবং Real Time Monitoring পদ্ধতি অর্থাৎ digital platform/ ONA ব্যবহার করে তথ্য প্রেরন করা হয়েছে। তত্ত্বাবধায়ন বা পরিদর্শনের সময় কোন মারাত্মক অনিয়ম দৃষ্টিগোচর হলে তাৎক্ষনিকভাবে সরাসরি ইউএইচএফপিও-কে জানাবেন এবং সম্মিলিতভাবে ব্যবস্থা নেবেন।

- **কেন্দ্রে ভিটামিন "এ" ক্যাপসুল এর ঘাটতি পূরণ**
  - কোভিট-১৯ পরিস্থিতিতে বিবেচনা করে প্রতিটি কেন্দ্রে চাহিদাপত্রের চেয়ে ১০ শতাংশ ভিটামিন 'এ' ক্যাপসূল সরবরাহ বেশি নিশ্চিত করতে হবে যেন কোনভাবেই কেন্দ্রে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসূলের সংকট দেখো না যায়।

- এরপরও মেডিকেল টেকনোলোজিস্ট (ইপিআই) ঘাটতি পূরণ করার জন্য অতিরিক্ত ভিটামিন 'এ'ক্যাপসুল ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে বা সাব সেন্টারে পাঠাবেন যা সাব-স্টোর হিসেবে ব্যবহৃত হবে। স্বাস্থ্যকর্মী/স্বেচ্ছাসেবীগণ আগে থেকেই জেনে রাখবেন যে, ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল স্বল্পতা দেখা দিলে তা কোন সাব-স্টোর থেকে সংগ্রহ করা যাবে। দিনের শেষে অব্যবহৃত ভিটামিন-এ ক্যাপসুল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ফেরত নিতে হবে।

- রিপোর্টিং:----------

২.৮. কমিউনিটি সম্পৃক্তকরণ এবং যোগাযোগ

২.৮.১ জাতীয় এবং আঞ্চলিক পর্যায়ের ম্যানেজারের জন্য

- কোভিড-১৯ এর বর্তমান প্রেক্ষাপটে কমিউনিটি সদস্যগণ স্বাস্থ্য ও পুষ্টিসেবাগুলি সম্পর্কে, ৬ থেকে ৫৯ মাসের শিশুদের জন্য কখন এবং কোথায় ভিটামিন-এ বিতরন করা হবে সে সম্পর্কে সঠিক তথ্য নিশ্চিত করার জন্য যোগাযোগের কৌশল (সংকট সংক্রান্ত যোগাযোগ সহ) পরিকল্পনা এবং বাজেট প্রদান
  - জনসাধারনের দ্বারা বিশ্বাসযোগ্য তথ্য উৎস সনাক্ত করা- যেমন: কমিউনিটি লিডার, স্থানীয় মিডিয়া, মসজিদের ইমাম, স্বাস্থ্যকর্মী এবং পিয়ার নেটওয়ার্কগুলি- এবং নিশ্চিত করা যে এই সকল তথ্য উৎস ভিটামিন এ বিতরন সংক্রান্ত স্থানীয় পরিকল্পনার আপ-টু- ডেট তথ্য রাখে
  - কমিউনিটিতে তথ্য ছড়িয়ে দিতে একাধিক যোগাযোগের পদ্ধতি ব্যবহার করা, বিশেষত যে মিডিয়া একসাথে বেশিসংখ্যক শ্রোতাদের কাছে তথ্য পৌঁছে দিতে পারে এবং শারীরিক দুরত্ব মেনে যোগাযোগ করা সম্ভব, যেমন: স্থানীয় মিডিয়া, গণমাধ্যম, সোশ্যাল মিডিয়া চ্যানেল এবং শহরের বিজ্ঞপ্তি ঘোষনার মাধ্যম।

২.৮.২ যোগাযোগের সময় যে সকল মূল বার্তার উপর গুরুত্ব বেশি দিতে হবে:

- ৬ থেকে ৫৯ মাস বয়সী শিশুদের জন্য বছরে দু'বার ভিটামিন-এ খাওয়ানোর উপকারীতা এবং শিশুর জন্য ভিটামিন-এ সাপ্লিমেন্টেশন চালিয়ে যাওয়ার গুরুত্ব
- কোভিট-১৯ প্রেক্ষাপটে শারীরিক দুরত্ব বজায় রেখে কিভাবে নিরাপদে শিশুকে ভিটামিন-এ খাওয়ানো হবে তা জানানো
- কোভিট-১৯ মহামারীর কারনে ভিটামিন-এ বিতরনের ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন আনা হয়েছে, সেজন্য চাহিদা সৃষ্টির জন্য গুরুত্বের সাথে যোগাযোগ নিশ্চিত করা যেন মা/শিশুর পরিচর্চাকারী সহজেই জানতে পারেন কোথায়, কবে এবং কখন গেলে তাদের শিশুকে ভিটামিন-এ খাওয়াতে পারবেন।
- বাড়িতে অবস্থানের নীতি, গণপরিবহন স্থাগতকরণ, সংক্রমণ সম্পর্কে উদ্বেগ এবং অন্যান্য কারনের সৃষ্ট সেবা পাওয়ার প্রতিবন্ধকতাগুলি চিহ্নিত এবং সমাধান করতে কমিউনিটি অংশীদারদের সাথে সম্পৃক্ততা তৈরী করা

২.৮.৩ কোভিট-১৯ এর প্রেক্ষাপটে শারীরিক দুরত্ব মেনে যে সকল যোগাযোগ কৌশলকে গণ প্রচারের জন্য জোরদার করার সুপারিশ

২.৮.৩.১ মাইকিং ঃ

ক্যাম্পেইনের পূর্বে ইউনিয়ন, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন সমূহের ওয়ার্ডে মাইকিং করতে হবে। ক্যাম্পেইনের সময়ে প্রতিদিন মসজিদের মাইক থেকে বারবার প্রচার করা নিশ্চিত করা। মাইকিং এ বিশেষভাবে ২.৮.২ সুপারিশ অনুযায়ী তথ্য প্রদান

২.৮.৩.২ গন মাধ্যমে ডকুমেন্টারি প্রচার:

কোভিট-১৯ প্রেক্ষাপটে শিশুকে ভিটামিন-এ খাওয়াতে মা/শিশুর পরিচর্চাকারীর কেন্দ্রে পৌছাঁনোর পর থেকে যা যা করনীয় তা মা/শিশুর পরিচর্চাকারীর জন্য করনীয় তা ডকুমেন্টারীর তৈরী এবং গন মাধ্যমে প্রচারের মাধ্যমে মা/শিশুর পরিচর্চাকারীদের ভিটামিন-এক্যাম্পেইন শুরু হওয়ার আগে থেকে জানা প্রয়োজন

২.৮.৩.৩ সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারনা

২.৮.৩.৪ প্রথম সারির স্বাস্থ্যকর্মীর যোগাযোগ

- সকল মাধ্যম ব্যবহার করে মা/শিশুর পরিচর্চাকারী এবং কমিউনিটি অংশীদারদের কাছে মূলবার্তাগুলি প্রচার করা
- ভিটামিন-এ সাপ্লিমেন্টেশণ কার্যক্রমসহ অন্যান্য কমিউনিটিভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে কমিউনিটির প্রতিক্রিয়া বৃঝার জন্য কমিউনিটি সদস্যদের সাথে দ্বি-মূখী যোগাযোগের ব্যবস্থা করা

৩. জাতীয় ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন পরিচালনার সময় কেন্দ্রে সংক্রামণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রনের জন্য স্বাস্থ্যকর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের করনীয়:

২.৯ নিয়মিতভাবে স্বাস্থ্যকর্মী এবং নির্বাচিত স্বেচ্ছাসেবকদের কোভিট১৯ স্ক্রিনিং করা

- বর্তমানে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত কোভিট১৯ সংক্রমন গাইডলাইন ও প্রোটোকল এবং কেসের সংজ্ঞা অনুযায়ী ভিটামিন-এ স্যাপ্লিমেশনের আগে প্রতিদিন স্বাস্থ্যকর্মী এবং **নির্বাচিত** স্বেচ্ছাসেবকের কোভিট১৯ স্ক্রিনিং করতে হবে।
- কোভিট১৯ সংক্রমন গাইডলাইন ও প্রোটোকলের ভিত্তিতে **কোভিট১৯** এ আক্রান্ত স্বাস্থ্যকর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকে নির্ধারন করতে হবে। এই ক্ষেত্রে নিজস্ব স্ক্রিনিংও বিবেচনায় রাখতে হবে।
- স্ক্রিনিং পজেটিভ হলে কিংবা শ্বাসকষ্টের কোন কিছু উপসর্গ দেখা দিলে স্বাস্থ্যকর্মী এবং নির্বাচিত স্বেচ্ছাসেবকে ভিটামিন এ ক্যাম্পেইনের কাজ থেকে অব্যাহতি দিতে হবে এবং জাতীয় প্রোটোকল অনুসারে চিকিৎসা দিতে হবে।
- কেন্দ্রে ভিটামিন-এ বিতরনের সাথে সম্পৃক্ত ১ম সারির স্বাস্থ্যকর্মী বিশেষভাবে বয়স্ক স্বাস্থ্যকর্মী বা স্বাস্থ্যঝুঁকি আছে, যেমন: উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস ইত্যাদি, এমন স্বাস্থ্যকর্মীকে পুনরায় অতিরিক্ত কোভিট-১৯ সংক্রমনের ঝুঁকি থেকে বিরত রাখা।

২.১০ নিয়মিতভাবে হাতের সুরক্ষা ও ব্যবহৃত সরঞ্জামের পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা:

- কেন্দ্রে অবস্থানকালে স্বাস্থ্যকর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবক সাবান ও পানি দিয়ে ঘন ঘন ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধুয়ে নেবে অথবা অ্যালকোহলযুক্ত হ্যান্ড স্যানিটাইজার (৬০%- ৮০% অ্যালকোহল) দিয়ে পরিস্কার করে নিতে হবে।
- প্রতিবার একজন শিশুকে ভিটামিন এ খাওয়ানোর আগে ও পরে স্বাস্থ্যকর্মী হাত ভালো করে সাবান ও পানি দিয়ে ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধুয়ে নেবে অথবা অ্যালকোহলযুক্ত হ্যান্ড স্যারিটাইজারের (৬০%- ৮০% অ্যালকোহল) পরিস্কার করে নিতে হবে।
- কোন কিছু যেমন ভিটামিন এ ক্যাপসুল, কাঁচি, কলম, পেন্সিল অথবা চিকিৎসা সামগ্রী ধরার আগে, স্বাস্থ্যকর্মীকে অবশ্যই হাতের সুরক্ষা ও পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করতে হবে।
- শিশুকে ভিটামিন এ খাওয়ানোর আগে, যে সব উপকরণ শিশু বা তার পরিচর্যাকারীর সংস্পর্শে আসে যেমন, কাঁচি, ফরসেপ ইত্যাদি জীবানুমুক্ত করতে অ্যালকোহলযুক্ত মোছার সামগ্রী বা ৭০% ইথাইল অ্যালকোহল দিয়ে সমস্ত সরঞ্জাম জীবানুমুক্ত করে নিতে হবে।
    - একজনের থেকে অন্যজনের সংস্পর্শের দ্বারা সংক্রামিত হওয়াকে রোধ করতে একজন স্বাস্থ্যকর্মীই কেবল ভিটামিন এ খাওয়াবেন এবং অন্য স্বাস্থ্যকর্মী বা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবক টালি শিট পূরণ করবেন।
    - স্বাস্থ্যকর্মী বা স্বেচ্ছাসেবক নিজের নাক, চোখ ও মুখ স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

২.১১ শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা:

- একজন স্বাস্থ্যকর্মীর থেকে শিশু বা তার পরিচর্যাকারীর বসার বা দাড়ানোর দূরত্ব হতে হবে অন্তত ১ থেকে ২ মিটার। কেবলমাত্র শিশুকে ভিটামিন এ খাওয়ানোর সময়ে যতটুকু দূরত্ব বজায় রাখা সম্ভব ততটুকু দুরত্বে থেকে টিকা খাওয়াতে হবে।
- স্বাস্থ্যকর্মী ভিটামিন এ খাওয়ানোর সময়ে 'স্পর্শ না করার' নীতি মেনে চলতে হবে। ক্যাম্পেইন কেন্দ্র পরির্দশনের সময় স্বাস্থ্যকর্মী শিশু বা তার পরিচর্যাকারীকে স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকবে
- স্থায়ী কেন্দ্রেটি সম্ভব হলে খোলা স্থানে অথবা আলো বাতাসপূর্ণ জায়গাতে ভিটামিন-এ ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা।

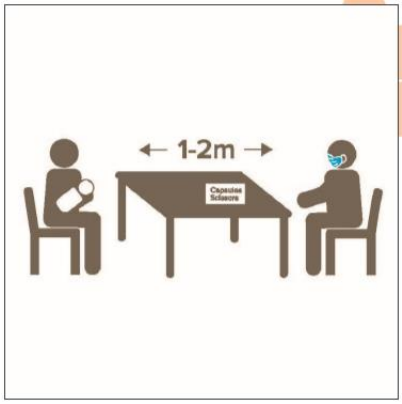

- স্বাস্থ্যকর্মী ভিটামিন এ ক্যাম্পেইন কেন্দ্রে পূর্ব থেকেই
- অন্তত ১ থেকে ২ মিটার দূরত্ব বজায় রেখে শিশু বা তার পরিচর্যাকারীর বসার জায়গা নির্দিষ্ট করে রাখবেন এবং কেন্দ্রে আগত অন্য শিশু বা তার পরিচর্যাকারীদের অপেক্ষা করার জন্য ১ থেকে ২ মিটার দূরত্ব বজায় রেখে বসার জায়গা নির্দিষ্ট করে রাখবেন । বয়স অনুযায়ী (৬-১১ মাস এবং ১২-৫৯ মাস বয়সী শিশুদের) দুইটি লাইনে বসার জায়গা নির্দিষ্ট করে রাখবেন ।

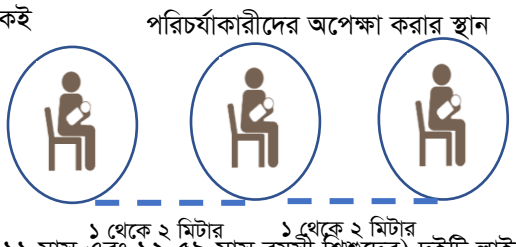

২.১২ শ্বাস প্রশ্বাসের স্বাস্থ্যবিধি অনুশীলন করা:

- সকল মা, শিশু পরিচর্যাকারী, শিশু ও স্বাস্থ্যকর্মীকে পরামর্শ দিতে হবে যেন হাঁচি-কাশির সময়ে স্বাস্থ্যবিধি অনুশীলন করে টিস্যু অথবা কাপড় দিয়ে বা বাহুর ভাঁজে নাক-মুখ ঢেকে ফেলতে হবে, ব্যবহৃত টিস্যু ঢাকনাযুক্ত ময়লার পাত্রে ফেলতে হবে ও ভালো করে দুই হাত জীবাণুমুক্ত করতে হবে।কোনভাবেই মাটিতে থু থু ফেলা যাবে না।

২.১৩ স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য পর্যাপ্ত PPE/ পিপিই:

- সকল স্বাস্থ্যকর্মীদেরকে স্বাস্থ্য ঝুঁকি কমাতে শিশুকে ভিটামিন এ খাওয়ানোর সময়ে স্বাস্থ্যকর্মীকে অবশ্যই মেডিকেল মাস্ক ব্যবহার করতে হবে।
- স্বাস্থ্যকর্মীকে মাস্ক ব্যবহারের নিয়মাবলী শেখাতে হবে, যেমন কিভাবে মাস্ক পরিধান করবেন, কিভাবে খুলবেন, কিভাবে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে ডিসপোজ করবেন ইত্যাদি।
- কোন কারনে মাস্কের অপ্রাপ্যতা হলে সে ক্ষেত্রে মা বা শিশু পরিচর্যাকারী শিশুকে ভিটামিন এ খাওয়াবেন।
- নিশ্চিত করতে হবে পুরোটা ক্যাপসুল যেন খাওয়ানো হয়।

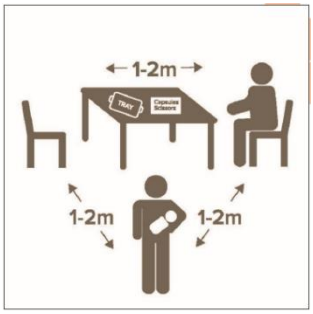

২.১৪ পরিচর্যাকারী ও শিশুর কোভিট১৯ স্ক্রিনিং

- কোভিট১৯ এর স্ক্রিনিং -এর গাইডলাইন অনুযায়ী শিশুকে ভিটামিন-এ খাওয়ানোর আগে, শিশু ও তার পরিচর্যাকারীর স্ক্রিনিং করতে হবে। সঠিকভাবে শিশু ও তার পরিচর্যাকারীর স্ক্রিনিং-এর উদ্দেশ্য হলো স্বাস্থ্যকর্মীর স্বাস্থ্য ঝুঁকি প্রতিরোধ করা।

- ৬ মাস থেকে ৫৯ মাস বয়সের সকল শিশু কোভিট১৯ পজেটিভ বা নেগেটিভ হোক না কেন, তবুও তাকে ভিটামিন-এ খাওয়াতে হবে।
- শুধুমাত্র শিশুর যদি শ্বাসনালীর অসুস্থতা বা শ্বাসকষ্ট অথবা অন্য কোন মারাত্মক অসুস্থতা থাকে তবে শিশুকে ভিটামিন-এ খাওয়ানো যাবে না।

বর্তমানের কোভিড ১৯ প্রেক্ষাপটে স্বাস্থ্যকর্মীর মাধ্যমে কেন্দ্রে আগত ৬ থেকে ৫৯ মাস বয়সী শিশুকে ভিটামিন এ খাওয়ানোর ধাপ সমূহ

জাতীয় ভিটামিন এ ক্যাম্পেইন পরিচালনার সময় পূর্বের "জাতীয় ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন ব্যবস্থপনা গাইডলাইন" এবং বর্তমানের "কোভিড ১৯ প্রেক্ষাপটে কেন্দ্রে সংক্রামণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রনের গাইডলাইন" অনুসরণ করে স্বাস্থ্যকর্মী নিজে এবং সাহায্যকারী স্বেচ্ছাসেবকের প্রস্তুতি নিশ্চিত করে কেন্দ্রে আগত ৬ থেকে ৫৯ মাস বয়সী সকল শিশুকে ভিটামিন-এ খাওয়ানো শুরু করবেন। শিশুকে ভিটামিন-এ খাওয়ানোর সময় নিম্নের ধাপ সমূহ অনুসরণ করবেন।

ধাপ ১: শিশুকে ভিটামিন-এ দেয়া শুরুর আগে

- নিশ্চিত করুন নিরাপদে শিশুকে ভিটামিন-এ খাওয়ানোর আগে আপনার মুখ, নাক ভালো করে মাস্ক দিয়ে ঢাকা আছে কি না।
- পরিচর্যাকারীকে ভিটামিন-এ স্যাপ্লিমেন্টেশন সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করুন এবং কোভিট১৯ প্রতিরোধের জন্য কি কি উদ্যোগ নেয়া হয়েছে তা বিস্তারিতভাবে জানান। মূখ্য ম্যাসেজগুলো হলো-
    - এটা ভিটামিন-এ ক্যাপসূল।
    - ভিটামিন 'এ' দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধিতে সহায়তা করে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং শিশুমৃত্যুর ঝঁকি কমায়।
    - সকল মা, শিশু পরিচর্যাকারী, শিশু ও স্বাস্থ্যকর্মীকে পরামর্শ দিতে হবে যেন হাঁচি-কাশির সময়ে স্বাস্থ্যবিধি অনুশীলন করে টিস্যু অথবা কাপড় দিয়ে বা বাহুর ভাঁজে নাক-মুখ ঢেকে ফেলতে হবে, ব্যবহৃত টিস্যু ঢাকনাযুক্ত ময়লার পাত্রে ফেলতে হবে ও ভালো করে দুই হাত জীবাণুমুক্ত করতে হবে।কোনভাবেই মাটিতে থু থু ফেলা যাবে না।
    - একজন স্বাস্থ্যকর্মীর থেকে শিশু বা তার পরিচর্যাকারীর বসার বা দাড়ানোর দূরত্ব হতে হবে অন্তত ১ থেকে ২ মিটার। পরিচর্যাকারীকে বুঝিয়ে বলুন কেবলমাত্র শিশুকে ভিটামিন 'এ' খাওয়ানোর সময়ে স্বাস্থ্যকর্মী শিশুকে কাছে এসে ভিটামিন 'এ' খাওয়াবেন। এরপর স্বাস্থ্যকর্মী আবার নিরাপদ দূরত্বে চলে যাবেন।

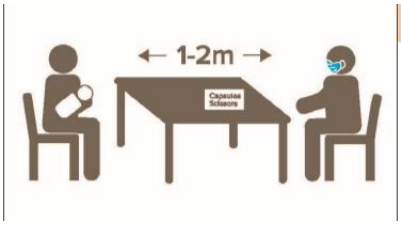

ধাপ ২: **শিশু পরিচর্যাকারীকে কাছাকাছি একটি নির্দিষ্ট স্থানে শিশুর টিকা কার্ড বা গ্রোথ মনিটরিং কার্ডটিকে রাখতে বলুন।**

- বয়স যাচাইয়ের জন্য শিশুর টিকা কার্ডটি হাতে নিন ।
- পরিচর্যাকারী যদি শিশুর গ্রোথ মনিটরিং কার্ডটি এনে থাকেন সেটা অনুযায়ী শেষ ভিটামিন-এ ক্যাপসুল খাওয়ার তারিখটি নিশ্চিত করুন।
- যদি শিশুটির টিকা কার্ড না থাকে:
    - শিশুর বয়স জিজ্ঞাসা করুন।
    - শিশুটি ইতিমধ্যে ভিটামিন-এ ক্যাপসুল খেয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য পরিচর্যাকারীকে জিজ্ঞাসা করুন যে গত ৩ মাসের মধ্যে শিশুটি কোন ভিটামিন-এ ক্যাপসুল খেয়েছে কিনা। আপনি এই প্রশ্নটি করার সময় পরিচর্যাকারীকে বয়স অনুযায়ী লাল ও নীল ভিটামিন-এ ক্যাপসুলটি দেখান । যদি শিশুটি গত ৩ মাসের মধ্যে ভিটামিন-এ ক্যাপসুল খেয়ে থাকে তাকে আর খাওয়ানোর প্রয়োজন নেই। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি শিশুকে আবার ভিটামিন-এ ক্যাপসুল খাওয়ানোর সুযোগ পাবেন সেই তথ্যটি তাকে দিন। আর যদি শিশুটি গত ৩ মাসের মধ্যে ভিটামিন-এ ক্যাপসুল না খেয়ে থাকে তার সাথে প্রক্রিয়াটি চালিয়ে যান।
        - শিশুর পরিচর্যাকারীকে টিকা কার্ডটি প্রদান করুন।
- ভিটামিন-এ ক্যাপসুল খাওয়ানোর স্বাভাবিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করুন, শিশুটি সঠিকভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারছে কিনা তা নিশ্চিত হোন। যদি স্বাভাবিকভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে না পারে তবে ভিটামিন-এ ক্যাপসুল খাওয়ানো থেকে বিরত থাকুন।

ধাপ ৩: **সাবান ও পানি দিয়ে দুই হাত ধুয়ে নিন অথবা অ্যালকোহলযুক্ত হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে দুই হাত ভালভাবে ঘষে নিন।**

- পরিচর্যাকারীকে শিশুকে ভালভাবে কোলে নিতে বলুন এবং শিশুটি যেন মায়ের কোলে শান্ত থাকে তা নিশ্চিত হোন।
    - ৬-১১ মাস বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে তাদের পরিচর্যাকারীদেরকে শিশুর মাথাটি ধরতে বলুন এবং হা করানোর জন্য শিশুটির দুই গাল একসাথে চাপ দিতে বলুন। ১২-৫৯ মাস বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে পরিচর্যাকারীদেরকে শিশুর মাথাটি ধরতে বলুন এবং শিশুকে তার মুখ হা করতে বলুন।

৬-১১ মাস ১২-৫৯ মাস

ধাপ-৪: **কৌটা থেকে সঠিক মাত্রার ভিটামিন-এ ক্যাপসুলটি বের করুন এবং একটি পরিষ্কার কাঁচি দিয়ে ক্যাপসুলটি খোলার জন্য এর সরু প্রান্তটি কাটুন। মনে রাখবেন:**

- ৬-১১ মাস বয়সী শিশুকে একটি করে নীল রঙের ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়াবেন।
- ১২-৫৯ মাস বয়সী শিশুকে ১টি লাল রঙের ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়াবেন।

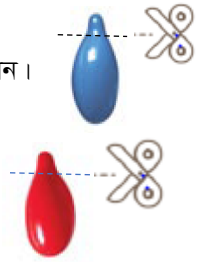

ধাপ-৫: **ভিটামিন-এ ক্যাপসুলটি খাওয়ানোর পরে শিশু ও পরিচর্যাকারী থেকে ১-২ মিটার দুরে সরে যান।**

ধাপ ৬: **ব্যবহৃত ক্যাপসুলের খোসাগুলো একটি প্লাষ্টিকের ব্যাগে রাখুন এবং একটি পরিষ্কার কাপড় দিয়ে আপনার হাতে ও কাঁচিতে লেগে থাকা তেল মুছে পরিষ্কার করে ফেলুন।**

ধাপ-৭: ক্যাপসুল খাওয়ানোর পর টালি সীটে এবং গ্রোথ মনিটরিং কার্ডটিতে শিশুর ভিটামিন-এ ক্যাপসুল খাওয়ানোর তারিখটি লিপিবদ্ধ করুন।

ধাপ-৮: কাছাকাছি কোন শুষ্কস্থানে শিশুর গ্রোথ মনিটরিং কার্ডটি রাখুন এবং পরিচর্যাকারীকে তা নিতে বলুন।

ধাপ-৯: সাবান ও পানি দিয়ে দুই হাত ধুয়ে নিন অথবা অ্যালকোহলযুক্ত হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে দুই হাত ভালভাবে ঘষে নিন।